ইমামতির মাহাত্ম্য ও কর্তব্য

(আব্দুল হামীদ মাদানী)

নামাযের ইমামতি একটি ফযীলতপূর্ণ দ্বীনী নেতৃত্বস্থানীয় কর্ম। যিনি ইমাম হন, তিনি জামাআতের সর্বশ্রেষ্ঠ হন। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

(يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله).

অর্থাৎ, জামাআতের ইমামতি সেই করবে, যে তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে বেশি জানে। *(মুসলিম ৬৭৩নং)*

আর যিনি আল্লাহর কিতাব জানবেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ).

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিখে অপরকে শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী)*

যিনি ইমাম হবেন, তিনি নেতা। তিনি জামাআতের নেতা, দ্বীনী নেতা, আধ্যাত্মিক নেতা। যে নেতার অনুসরণ ও আনুগত্য করা হয়। এই জন্যই রহমানের বান্দাগণের একটি গুণ হল এই বলে দুআ করা,

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (٧٤) سورة الفرقان

অর্থাৎ, যারা (প্রার্থনা ক'রে) বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের ইমাম বানাও।' *(ফুরক্বান ঃ ৭৪)*

অর্থাৎ, আমাদেরকে ভাল লোকদের জন্য সেই নেতা বানাও, সুকর্মে যাদের অনুসরণ করা হয়।

মহানবী ﷺ ইমামদের জন্য দুআ করেছেন। তিনি বলেছেন,

(الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ).

অর্থাৎ, "ইমাম (লোকেদের) যামিন, আর মুআয্যিন হল তাদের (নামায-রোযার) জিম্মেদার। হে আল্লাহ! তুমি ইমামগণকে পথপ্রদর্শন কর এবং মুআয্যিনগণকে ক্ষমা ক'রে দাও।" *(আবূ দাঊদ ৫১৭, তিরমিযী ২০৭, ইবনে খুযাইমা ৫২৮নং)*

ইমামতির মাহাত্ম্য মু'মিনদের নিকট বিদিত ও প্রসিদ্ধ। খোদ মহানবী ﷺ ইমামতি করেছেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফাগণ এবং অন্যান্য সাহাবা ও তাবেঈন তথা সর্বযুগে শ্রেষ্ঠ ইমামগণ ইমামতি ক'রে গেছেন।

আয়েম্মায়ে কিরাম!

আপনার মাহাত্ম্য ও মর্যাদা অনেক বলেই লোকেরা আপনার অনুসরণ করে। কিন্তু আপনি অনুসরণীয় বলে আপনার কেমন হওয়া দরকার?

কেমন ইমাম চায় লোকে? কোন্ ইমামের পশ্চাতে মহান আল্লাহর ইবাদত ক'রে মহাতৃপ্তি লাভ হয়? কোন্ ইমামের কাছে মনের কথা খুলে বলে দুআ নিতে ইচ্ছা হয়? সেই প্রশ্নের উত্তরেই আপনাদেরকে কয়েকটি কথা বলব।

১। আপনি জামাআতের আদর্শ হন। তাক্বওয়া-পরহেযগারি তথা আখলাক-চরিত্রে আপনি সবার শ্রেষ্ঠ হন। ঈমানে-আমলে আপনিই সবার রাহবার হন। আপনার ঈমান দেখে সকলে ঈমান শিখুক, আপনার আমল দেখে সকলে আমল শিখুক, আপনার চরিত্র ও ব্যবহার দেখে সবাই অনুকরণ করুক।

আর খবরদার! সেই লোকেদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ (٤٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, কী আশ্চর্য! তোমরা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন কর, তবে কি তোমরা বুঝ না? *(বাক্বারাহ ঃ ৪৪)*

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ الله أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٣) الصف

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যা কর না, তা বল কেন? তোমরা যা কর না, তোমাদের তা বলা আল্লাহর

নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। *(স্বাফ্ঃ ২-৩)*

সেই লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত হবেন না, যাদের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকির চারিপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, 'ওহে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না (আমাদেরকে) সৎ কাজের আদেশ, আর অসৎ কাজে বাধা দান করতে?' সে বলবে, 'অবশ্যই। আমি (তোমাদেরকে) সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে করতাম না এবং অসৎ কাজে বাধা দান করতাম; অথচ আমি নিজেই তা করতাম!" *(বুখারী ও মুসলিম)*

২। আপনি মুশরিক ও বিদআতী হবেন না। যেহেতু যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন ইবাদতে অন্য কোন সৃষ্টিকে শরীক করে, যেমন মাযার পূজা করে, মাযারে গিয়ে সিজদা, নযর-নিয়ায, মানত, কুরবানী, তওয়াফ প্রভৃতি নিবেদন করে, সেখানে সুখ-সমৃদ্ধি বা সন্তান চায়, সাহায্য প্রার্থনা করে, যে ব্যক্তি গায়বী (অদৃশ্যের খবর জানার) দাবী করে ও লোকের হাত বা ভাগ্য-ভবিষ্যত বলে দেয়, যে (কোন পশু বা পাখীর চামড়া, হাড়, লোম বা পালক দিয়ে, কোন গাছপালার শিকড় বা ফুল-পাতা দিয়ে, কারো কাপড়ের কোন অংশ দিয়ে, ফিরিশ্তা, জিন, নবী, সাহাবী, ওলী বা শয়তানের নাম লিখে অথবা বিভিন্ন সংখ্যার নকশা বানিয়ে, অথবা তেলেস্মাতি বিভিন্ন কারসাজি ক'রে, নোংরা ও নাপাক কোন জিনিস দিয়ে) শির্কী তাবীয লিখে, যে ব্যক্তি দুই জনের মাঝে (বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে) প্রেম বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করার জন্য তাবীয করে, যোগ বা যাদু করে, এ শ্রেণীর ইমামের নামায শুদ্ধ নয়, ইমামতি শুদ্ধ নয় এবং তার পশ্চাতে নামাযও শুদ্ধ নয়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৯/১৫৯, ২২/৮২, ২৪/৭৮, ৮৯, ২৬/৯৭, ২৮/৫৫)*

তদনুরূপ বিদআতী যদি 'বিদআতে মুকাফ্ফিরাহ' বা এমন বিদআত করে যাতে মানুষ কাফের হয়ে যায়, তাহলে সে বিদআতীর পিছনে নামায শুদ্ধ নয়।

৩। আপনি ফাসেক বা পাপাচারী হবেন না। আর ফাসেক হল সেই ব্যক্তি, যে অবৈধ, হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ করে এবং ফরয বা ওয়াজেব কাজ ত্যাগ করে; অর্থাৎ কাবীরা গোনাহ করে। যেমন, ধূমপান করে, বিড়ি-সিগারেট, জর্দা-তামাক, গুল-গুরাকু, গালি-খৈনি প্রভৃতি মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে, অথবা সূদ বা ঘুস খায়, অথবা মিথ্যা বলে, অথবা (অবৈধ প্রেম) ব্যভিচার করে, অথবা দাড়ি চাঁছে বা (এক মুঠির কম) ছেঁটে ফেলে, অথবা স্ত্রী-কন্যাকে বেপর্দা রেখে তাদের ব্যাপারে ঈর্ষাহীন হয়, অথবা মা-বাপকে দেখে না বা তাদেরকে ভাত দেয় না ইত্যাদি।

উক্ত সকল ব্যক্তি এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য ব্যক্তির পিছনে নামায মকরূহ (অপছন্দনীয়)। বিধায় তাকে ইমামরূপে নির্বাচন ও নিয়োগ করা বৈধ ও উচিত নয়। *(ঐ ৫/২৯০, ৩০০, ৬/২৫১, ১৫/৮০, ১৮/৯০, ১১১, ১৯/১৫২, ২২/৭৫, ৭৭, ৯২, ২৪/৭৮)*

৪। ইমামতির বিনিময়ে অর্থ সঞ্চয়কারী হবেন না। যেহেতু ইমামতিকে যে অর্থকরী পেশা মনে ক'রে ইমামতি করে; অর্থাৎ, কেবল পেট ও পয়সার ধান্দায় ইমামতি করে, এমন ইমামের পশ্চাতে নামায মকরূহ।

আবূ দাউদ বলেন, (ইমাম) আহমাদ এমন ইমামের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলেন, যে বলে, 'আমি এত এত (টাকার) বিনিময়ে রমযানে তোমাদের ইমামতি করব।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই। কে এর পেছনে নামায পড়বে?' *(কিয়ামু রামাযান, মারওয়াযী ৫০পৃঃ)*

আমি বলছি না যে, বেতন নেওয়া হারাম। ইমামতির জন্য সৌজন্য সহকারে ইমামকে বেতন, ভাতা বা বিনিময় দেওয়া মুক্তাদীদের কর্তব্য। ইমামের উচিত, কোন চুক্তি না করা; বরং মুক্তাদীদের বিবেকের উপর যা পায়, তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ইমামতির দায়িত্ব পালন করা। পক্ষান্তরে জামাআতের উচিত, ইমামের এই দ্বীনদারীকে সস্তার সুযোগরূপে ব্যবহার না করা। বরং বিবেক, ন্যায্য ও উচিত মত তাঁর কালাতিপাতের ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া। যেমন উচিত নয় এবং আদৌ উচিত নয়, ইমাম সাহেবকে জামাআতের 'কেনা গোলাম' মনে করা।

৫। আপনার ক্বিরাআত ভুল থাকলে সত্বর শুদ্ধ ক'রে নিন। যেহেতু যে কুরআন পড়তে এমন ভুল পড়ে, যাতে মানে বদলে যায়, তার ইমামতি ও তার পিছনে যে ভালো কুরআন পড়তে পারে তার

নামায শুদ্ধ নয়। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ১/৩৬৯, মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২০/১৪৮)*

বলা বাহুল্য, নিজের গাফেলতির মাধ্যমে অপরের নামায নষ্ট করবেন না। আপনি যেমন 'যামানতদার' তেমনি 'আমানতদার'। ক্বিরাআত ভুল পড়ে এত বড় আমানতের খিয়ানত করবেন না।

৬। এমন কোন কাজ করবেন না, যাতে মুক্তাদীরা আপনাকে অপছন্দ করে। যেহেতু চরিত্রগত বা শিক্ষাগত কোন কারণে মুক্তাদীরা ইমামকে অপছন্দ করলে ইমামের নামায আল্লাহর দরবারে কবুল নয়। সুতরাং জেনেশুনে তার ইমামতি করা বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির নামায তাদের কান অতিক্রম করে না; পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে ফিরে এসেছে, এমন স্ত্রী যার স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছে, (যতক্ষণ না সে রাজী হয়েছে), (অথবা যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচরণ করেছে, সে তার বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত) এবং সেই সম্প্রদায়ের ইমাম, যাকে লোকে অপছন্দ করে।" *(তিরমিযী, ত্বাবারানী, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ২৮৮, ৬৫০নং)*

এমন বাড়িতে যাওয়া-আসা করবেন না, যাতে আপনার চরিত্রে কলঙ্ক লাগতে পারে। এমন জায়গা, দোকান বা আড্ডায় বসবেন না, যেখানে আপনার বদনাম হতে পারে। সংশোধনের উদ্দেশ্য ছাড়া এমন লোকের সাথে মিশবেন না, যাতে আপনার সাদা কাপড়ে কালি লেগে যেতে পারে। কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষপাতিত্ব করবেন না, যাতে অন্য দল আপনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে।

অবশ্য ব্যক্তিগত কোন কারণে কেউ কেউ ইমামকে অপছন্দ করলে, দোষ নেই অথচ তাকে খামোখা কেউ অপছন্দ করলে অথবা বেশী সংখ্যক লোক পছন্দ এবং অল্প সংখ্যক লোক অপছন্দ করলে কারো কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য ক্ষতি তার হয়, যে একজন নির্দোষ মানুষকে খামোখা অপছন্দ করে। তবুও জ্ঞানী ইমামের উচিত, যে জামাআতের অধিকাংশ লোক তাকে অপছন্দ করে, সে জামাআতের ইমামতি ত্যাগ করা এবং তার ইমামতিকে কেন্দ্র ক'রে ঐক্যবদ্ধ জামাআতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি না করা।

৭। যথাসাধ্য কোন সুন্নাহ ত্যাগ করবেন না। যেহেতু যে মানুষ সুন্নাহর পাবন্দ নয়; সুন্নত নামায-রোযা ইত্যাদি ত্যাগ করে, সুন্নতী দাড়ি রাখে না, সুন্নতী লেবাস পরে না, নিশ্চয় সে মানুষ পরহেযগার ও ভালো লোক নয়। আর এমন লোকের পিছনে নামায পড়তে সব লোকে পছন্দ করবে না।

৮। নামাযের ইমামতিতে জলদিবাজি করবেন না। যেহেতু যে ব্যক্তি কাকের দানা খাওয়ার মতো ঠকাঠক নামায পড়ে এবং পশ্চাতে মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করতে সক্ষম হয় না, রুকূ ও সিজদা থেকে উঠে পিঠ সোজা করে না, তার নামায এবং তার পশ্চাতে মুক্তাদীদেরও নামায শুদ্ধ হয় না। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৫/৬৭)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "চোরদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্যতম চোর হল সেই ব্যক্তি, যে নামায চুরি করে।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! সে নামায কীভাবে চুরি করে?' তিনি বললেন, "সে তার নামাযের রুকূ-সিজদা পূর্ণরূপে করে না।" অথবা তিনি বললেন, "সে রুকূ ও সিজদাতে তার পিঠ সোজা করে না।" (অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে চট্‌পট রুকু-সিজদা করে।) *(আহমাদ, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমা, হাকেম, সহীহ তারগীব ৫২২নং)*

তিনি বলেন, "হে মুসলিম দল! সেই নামাযীর নামায শুদ্ধ হয় না, যে রুকূ ও সিজদায় তার মেরুদন্ড সোজা করে না।" *(ইবনে আবী শাইবাহ ২৯৫৭, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, সিঃ সহীহাহ ২৫৩৬নং)*

৯। বেশভূষা, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকুন। যেহেতু এটিও একটি বড় আমানত। তবে বিলাসিতা প্রকাশে লজ্জাশীলতা অবলম্বন করুন।

১০। ধৈর্যশীলতা অবলম্বন করুন। কারণ দশের কাজে দশ রকম ব্যথাও আছে। সারা দেহের মধ্যে মাথাই বেশি কষ্ট পেয়ে থাকে। আপনি দশের মাথা, আপনিও কষ্ট পাবেন। সুতরাং ধৈর্য ধরুন। হিদায়াতের কাজে ধৈর্য না ধরলে আপনি ইমামতি পাবেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (٢٤) سورة السجدة

অর্থাৎ, ওরা যেহেতু ধৈর্যশীল ছিল, সেহেতু আমি ওদের মধ্য হতে ইমাম মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করত। ওরা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী। *(সাজদাহ ঃ ২৪)*

১১। কেউ ভুল ধরলে এবং সত্যই আপনার ভুল হলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ না ক'রে

বিনয়ের সাথে তা স্বীকার ক'রে নিন। যে ভুল ধরেছে, সে আপনার থেকে বয়সে ছোট হলেও তাকে 'জাযাকাল্লাহু খায়র' বলে দুআ দিন। এতে আপনি ছোট হয়ে যাবেন না, বরং বড় হবেন।

১২। পরহিতাকাঙ্ক্ষিতা মনে-প্রাণে সুসজ্জিত রাখুন। যথাসাধ্য মানুষের উপকার করুন এবং তার মাধ্যমে তাদের হৃদয় জয় করুন। ভুলে ভরা সমাজের সংশোধনের দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে অর্পিত। সুতরাং তার জন্য পড়াশোনা করুন। দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখুন। প্রত্যেক জুমআয় সময়োপযোগী খুতবা দিন। আর জেনে রাখুন যে, আক্বীদায় ভুল হলে সবকিছু বিফল। সুতরাং সঠিক আক্বীদা শিখুন ও অপরকে শিখান। জামাআতকে সঠিক দ্বীন শিক্ষা দিন। আর নামাযের গুরুত্ব তো জানেনই,

"কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট থেকে সর্বাগ্রে যার হিসাব নেওয়া হবে, তা হল নামায। সুতরাং তা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তার অন্যান্য সকল আমল সঠিক হবে। নচেৎ, তা বেঠিক হলে তার অন্যান্য সকল আমল বেঠিক ও বিফল হবে।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ৩৬৯নং)*

সুতরাং সেই নামাযের প্রতি আপনি সবিশেষ আগ্রহী হন। সঠিক নামায পড়তে, পড়াতে ও অর্থ-সহ শিক্ষা দিতে যথাসাধ্য ব্যয় করুন।

১৩। ইমামতির মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন। অভিজ্ঞ উলামাদের বই-পুস্তক পড়ে নামাযে, জানাযায়, বিবাহে ও অন্যান্য কাজে 'বিদআত' বর্জন করুন। জামাআতের কোন 'গোঁড়া'র মন-পূজা করবেন না। উদার মনে নতুন 'তাহক্বীক' মেনে নিন এবং অনধিকার সমালোচনা বর্জন করুন। আর জেনে রাখুন যে, 'ফতোয়া' বিতরণ সকলের কাজ নয়।

১৪। জামাআত তথা মসজিদের যাবতীয় আমানত হিফাযত করতে সচেষ্ট থাকুন। মুসাফিরদের প্রতি যত্ন নিন। মুসাফিরের কাছে কবুলযোগ্য দুআ নিন। অল্প বেতনেই আপনি সুখী থাকবেন। বরং সেই সুখ দেখে কত মানুষ আপনার প্রতি হিংসা করবে।

১৫। মসজিদের কারেন্ট্ নিয়ে অযথা খেলা করবেন না। কারণ তাতে আপনার প্রাণহানি হতে পারে। আর মক্তবের কারেন্ট্ নিয়েও অযথা খেলবেন না, কারণ তাতে আপনার মানহানি হতে পারে।

১৬। হিনম্মন্যতার শিকার হবেন না। 'যাঁহার কোন নাইকো গতি, তিনিই করেন ইমামতি' বলে নিজেকে ছোট ভাববেন না। যেহেতু ইমামতি কোন অযোগ্য লোকের কাজ নয়। ইমামকে কেউ 'মোল্লা' বলে তুচ্ছ করলে, সে নেহাতই তুচ্ছ। কেউ 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত' বললে আপনি প্রমাণ ক'রে দিন যে, মোল্লার দৌড় জান্নাত পর্যন্ত এবং তাদেরই দৌড় কেবল গোর পর্যন্ত।

মহান আল্লাহ আপনাকে তওফীক দিন। আমীন।